

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ৬, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন, ১৪২৫ মোতাবেক ০৬ মার্চ, ২০১৯

নিম্নলিখিত বিলটি ২২ ফাল্গুন, ১৪২৫ মোতাবেক ০৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত
হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৭/২০১৯

**Insurance Corporations Act, 1973 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক
সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল**

যেহেতু Insurance Corporations Act, 1973 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী
করিয়া নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ নামে
অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,—

(ক) “আর্থিক বিবরণী” অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন বা চূড়ান্ত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী বা লাভ ও
লোকসান হিসাব, ইকুইটি পরিবর্তনের বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী, টীকা ও
অপরাপর বিবরণী ও ইহাদের উপর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি;

(খ) “কর্পোরেশন” অর্থ জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন;

(৯০৮৭)

মূল্য : টাকা ১৬.০০

- (গ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;
- (ঘ) “চেয়ারম্যান” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
- (ঙ) “পরিচালক” অর্থ বোর্ডের পরিচালক;
- (চ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (ছ) “ব্যবস্থাপনা পরিচালক” অর্থ কোন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;
- (জ) “ব্যক্তি” অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট একক ব্যক্তি (individual), কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে কোনো সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঝ) “বোর্ড” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড;
- (ঞ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং
- (ট) “বীমাকারী” অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী।

২। এই আইনে যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা।—(১) কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত আইন বা আইনের কতিপয় বিধান, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

- (ক) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০; এবং
- (খ) বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ৪, ধারা ৯-১৫, ধারা ২১-২৫, ধারা ৪২, ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (৪) এর “এবং উক্ত ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৯৫ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে” অংশ, ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (৭) এর দফা (খ) ও (গ), ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), ধারা ৫২-৫৫, ধারা ৭৬-৮১, ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (২), ধারা ৮৩, ধারা ৯৫-১১২ এবং ধারা ১২৫ ব্যতীত অন্যান্য ধারা।

৪। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Insurance Corporations Act, 1973 (Act No. VI of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত কর্পোরেশন দুইটি এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ একটি সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে, উহার স্থাবর বা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। মূলধন।—(১) জীবন বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন হইবে ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা।

(২) সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন হইবে ১২৫ (একশত পঁচিশ) কোটি টাকা।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত অনুমোদিত বা পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তন এবং উৎস নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। কর্পোরেশনের কার্যালয়।—কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, এবং কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে উহার এক বা একাধিক শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। কর্পোরেশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।—(১) কর্পোরেশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে—

(অ) জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক, বীমা আইন, ২০১০ এ বর্ণিত সকল প্রকার লাইফ বীমা ও এতদসংক্রান্ত পুনঃবীমা ব্যবসা পরিচালনা করা; এবং

(আ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক, বীমা আইন, ২০১০ এ বর্ণিত সকল প্রকার নন-লাইফ বীমা এবং এতদসংক্রান্ত পুনঃবীমা ব্যবসা পরিচালনা করা;

(খ) ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং হস্তান্তর করা;

(গ) কর্পোরেশনের স্বার্থে সমীচীন মনে হইলে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের বাহিরে পরিচালিত বীমা ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা; এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, বীমা সংক্রান্ত ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং কর্পোরেশনের জন্য লাভজনক এবং যাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে কর্পোরেশন সক্ষম এইরূপ অন্য কোন ব্যবসা পরিচালনা করা।

৮। কর্পোরেশনের সাধারণ নির্দেশনা।—(১) প্রত্যেক বোর্ড উহার কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়া বাণিজ্যিক বিবেচনায় কার্য সম্পাদন করিবে, কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

(২) কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য সকল কার্য এবং প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পন্ন ও প্রযুক্ত হইবে, এবং প্রতিটি কর্পোরেশনের সাধারণ বিষয়াবলি ও ব্যবসা সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশনা ও এতদসংক্রান্ত প্রশাসন পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৯। পরিচালনা বোর্ড।—(১) প্রত্যেক কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

- (ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন চেয়ারম্যান;
- (খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ২ (দুই) জন কর্মচারী;
- (গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মচারী;
- (ঘ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মচারী;
- (ঙ) পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী, পদাধিকারবলে;
- (চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বীমা ব্যবসা পরিচালনায় অভিজ্ঞ ২ (দুই) জন বীমাবিদ;
- (ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ১ (এক) জন পেশাদার একাউন্টেন্ট; এবং
- (জ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে।

ব্যাখ্যা : উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “পেশাদার একাউন্টেন্ট” অর্থ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৮) তে সংজ্ঞায়িত পেশাদার একাউন্টেন্ট।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (চ) ও (ছ) তে উল্লিখিত পরিচালকগণ ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বপদে বহাল থাকিবেন এবং অনধিক ১ (এক) মেয়াদে পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোনো সময় চেয়ারম্যান বা যে কোনো পরিচালককে অপসারণ করিতে পারিবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা পরিচালক সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন পরিচালক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। বোর্ডের সভা।—(১) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

- (২) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (৩) চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বোর্ডের সভা আহূত হইবে।
- (৪) সভায় কোরামের জন্য অন্যান্য ৫ (পাঁচ) জন পরিচালকের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত পরিচালকগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন পরিচালক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত পরিচালকগণের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পরিচালকের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এইরূপ কোন বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট পরিচালক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৭) কেবল কোন পরিচালক পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

১১। পরিচালকগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—কোন ব্যক্তি পরিচালক হইবেন না বা পরিচালক থাকিবেন না, যদি—

- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন বা অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন;
- (খ) তিনি কোন ফৌজদারী অপরাধে কোন আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;
- (গ) তিনি আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ামক সংস্থার কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধান লঙ্ঘনজনিত কারণে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;
- (ঘ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন অথবা দেউলিয়া ঘোষিত হইবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;
- (ঙ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;
- (চ) তাহার সম্পর্কে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় আদালতের রায়ে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য থাকে;
- (ছ) তিনি, চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট হইতে এবং অন্যান্য পরিচালকের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ছুটি গ্রহণ ব্যতিরেকে বোর্ডের পরপর ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;
- (জ) তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ক্ষেত্রে ব্যতীত, কর্পোরেশনের একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী হন;
- (ঝ) তাহার অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা না থাকে;
- (ঞ) তিনি এমন কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকেন, যাহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হইয়াছে;

- (ট) তাহার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধে তিনি ব্যর্থ বা খেলাপী হন; অথবা
- (ঠ) তিনি একই শ্রেণির বীমা ব্যবসার জন্য নিবন্ধিত অন্য কোন বীমাকারী, কোন ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন।

১২। বোর্ড বাতিল।—যদি কোন সময় কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন কর্পোরেশন তাহার বীমা ব্যবসা এইরূপে পরিচালনা করিতেছে যাহাতে বীমা পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, বা উক্ত কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সলভেন্সি মার্জিন রাখিতে সমর্থ হইতেছে না, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্পোরেশনকে, উহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়া, উহার বোর্ড বাতিল করিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক।—(১) কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন, এবং তিনি—

- (ক) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যসম্পাদন করিবেন এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং
- (খ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ, অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বীয় কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য কোন কর্পোরেশন, কোম্পানি বা ব্যবসায়ী কোন পরিচালকের পদ ধারণ করিয়া থাকিলে উহা পরিত্যাগ করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক যোগদান না করা পর্যন্ত বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। বিনিয়োগ।—প্রত্যেক কর্পোরেশন উহার তহবিলের অর্থ, বীমা আইন, ২০১০ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ, ক্ষেত্র ও পদ্ধতিতে, বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। সংক্ষিপ্ত তহবিল গঠন, উদ্ধৃত, ইত্যাদি।—(১) মন্দ ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণ, সম্পদের অবচয় এবং বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন বিষয় নিষ্পত্তির পর সাধারণ বীমা কর্পোরেশন উহার নিট বার্ষিক মুনাফা হইতে একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উদ্ধৃত অর্থ সরকারকে প্রদান করিবে।

(২) ধারা ২৪ এর অধীন জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক অ্যাকচুয়ারি দ্বারা অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা এবং উহার উপরে দায়সমূহের মূল্যমান নির্ণয়ের পর কোন উদ্ধৃত থাকিলে, উক্ত উদ্ধৃত অর্থের ৯৫% (শতকরা পঁচানব্বই ভাগ) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, কর্পোরেশনের জীবন বীমা পলিসি গ্রাহকগণের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে অথবা তাহাদের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ বণ্টন অথবা সংরক্ষণের পর অবশিষ্ট অংশ সরকারকে প্রদান করিবে।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ৯৫% (শতকরা পঁচানব্বই ভাগ) এর অধিক উদ্বৃত্ত অর্থ বীমা পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন করা যাইবে না।

১৬। সরকারি সম্পত্তি বীমাকরণ।—(১) কোন সরকারি সম্পত্তি অথবা সরকারি সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোন ঝুঁকি বা দায় সম্পর্কিত সকল প্রকার নন-লাইফ বীমা ব্যবসা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) অবলিখন (underwrite) করিয়া উহার ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) নিজের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) সকল বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানির মধ্যে সমহারে বণ্টন করিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সরকারি সম্পত্তি” অর্থ—

- (ক) যে কোন ধরনের স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কিংবা সংরক্ষণে রহিয়াছে এবং যাহার রক্ষণাবেক্ষণের আইনগত দায়িত্ব সরকারের;
- (খ) সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাবরে ন্যস্ত সম্পত্তি;
- (গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাস্বীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোন কোম্পানি, খামার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, উদ্যোগ বা অন্য কোন স্থাপনা, অথবা, যেইগুলিতে সরকারের বা সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা সরকার ও কোন কোম্পানির যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা রহিয়াছে বা যাহাতে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঐরূপ আর্থিক সংশ্লেষ বা স্বার্থ রহিয়াছে বা কোন কোম্পানির অর্থায়নে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে;
- (ঘ) সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত বৈদেশিক ঋণ বা আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত যে কোন প্রকল্প; অথবা
- (ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন সম্পত্তি।

(২) সরকার, বীমা শিল্পে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এবং কর্পোরেশনকে জনস্বার্থে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সীমা প্রয়োজনে পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া গৃহীত বা ইস্যুকৃত যে কোন বীমা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। পুনঃবীমা।—(১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত ও বীমা ব্যবসায়রত প্রত্যেক বীমাকারী, সাধারণভাবে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য শর্তে, তাহার নিজস্ব ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পুনঃবীমা অংশের পুনঃবীমা করিবে।

(২) নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, পুনঃবীমাযোগ্য অংশের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের নিকট করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) উক্ত কর্পোরেশন অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত অন্য কোন বীমাকারীর নিকট করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সীমা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) জীবন বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, পুনঃবীমাযোগ্য অংশের সম্পূর্ণ বা যে কোন অংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত কোন বীমাকারীর নিকট করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তদকর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সীমা মোতাবেক, জীবন বীমা কর্পোরেশনের নিকট পুনঃবীমা করিবার বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে পারিবে।

১৮। প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ।—কোন বীমাকারী ধারা ১৭ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বীমাকারীর উপর অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

১৯। কর্পোরেশনের অবসায়ন।—(১) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং তৎকর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি ব্যতীত কোন কর্পোরেশনের অবসায়ন করা যাইবে না।

(২) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অথবা এতদসম্পর্কিত অন্য কোন আইন বা বিধিতে বর্ণিত অবসায়ন সংক্রান্ত বিধান কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২০। ঋণ গ্রহণ ও অনুদান প্রদানের ক্ষমতা।—(১) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের অধীন উহার কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত, সিকিউরিটিসহ বা সিকিউরিটি ব্যতিরেকে, কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অন্য কোন সংস্থাকে অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।

২১। কমিটি।—বোর্ড, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, অডিট কমিটি এবং নির্বাহী কমিটিসহ প্রয়োজনে এক বা একাধিক অন্যান্য কমিটি গঠন, উহার কার্যপরিধি ও মেয়াদ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২২। কর্পোরেশনের কর্মচারী নিয়োগ।—(১) কর্পোরেশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৩। ক্ষমতা অর্পণ।—এই আইনের অধীন, সরকার, প্রয়োজনে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, উহার যে কোন ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

২৪। অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন।—(১) প্রতি ২ (দুই) বৎসরে অন্যান্য একবার জীবন বীমা কর্পোরেশনকে উহার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা এবং উহার উপরে দায়সমূহের মূল্যমান কোন অ্যাকচুয়ারি দ্বারা অনুসন্ধানের মাধ্যমে নির্ণয় করিতে হইবে এবং তৎকর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রয়োজনে, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সময়সীমা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

২৫। বাজেট।—কর্পোরেশন, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২৬। হিসাব পরিচালনা।—কর্পোরেশন যে কোন তপশিলি ব্যাংকে উহার হিসাব খুলিতে ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “তপশিলি ব্যাংক” বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত “Scheduled Bank” কে বুঝাইবে।

২৭। আর্থিক বিবরণী, ইত্যাদি।—(১) কর্পোরেশন, সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী, আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) কর্পোরেশন প্রত্যেক অর্থবৎসর শেষ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, যদি না সরকার যুক্তিসঙ্গত কারণে উহা বর্ধিত করে, উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর একটি প্রতিবেদনসহ ধারা ২৮ এ বর্ণিত নিরীক্ষিত হিসাব, বিবরণী ও সংক্ষিপ্তসার সরকার ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করিবে এবং উহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

২৮। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) বীমা আইন, ২০১০ এর এতদসংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন উহার যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং বৎসরান্তে উক্ত বৎসরের জন্য, একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির বীমা ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির হিসাব, রাজস্ব হিসাবসহ অন্য সকল হিসাবের সংক্ষিপ্তসার ও বিবৃতি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (Act No. XXIV of 1974) এর কোন বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কর্পোরেশনের হিসাব এমন অনূন্য ২ (দুই) জন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, যাহারা Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b) তে সংজ্ঞায়িত 'Chartered Accountant' এবং ধারা ৯ এর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত 'পেশাদার একাউন্টেন্ট'।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'Chartered Accountant' এবং "পেশাদার একাউন্টেন্ট" সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে কর্পোরেশনের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য হিসাবের এক প্রস্থ করিয়া প্রদান করিতে হইবে এবং নিরীক্ষকগণ এতদসম্পর্কিত হিসাব বহি ও ভাউচারের সহিত যাচাই করিয়া উহা পরীক্ষা করিবেন।

(৫) কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক কর্পোরেশনের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রকার সম্পত্তি বা বিষয় সম্পর্কিত কর্পোরেশন কর্তৃক রক্ষিত সকল বহির একটি তালিকা সরবরাহ করিতে হইবে এবং নিরীক্ষকগণ ঐ সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বা এতদসংশ্লিষ্ট কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৬) বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও হিসাবের বিষয়ে নিরীক্ষকগণ সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা :—

- (ক) আর্থিক বিবরণীতে প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ;
- (খ) কর্পোরেশনের বিষয়াবলীর বাস্তব অবস্থার সঠিক প্রতিফলন;
- (গ) বোর্ডের নিকট হইতে তাহারা কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য চাহিলে উক্ত ব্যাখ্যা বা তথ্য; এবং
- (ঘ) দফা (গ) এর অধীন প্রদত্ত সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।

(৭) এই ধারার অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরীক্ষকগণ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজের জন্য অনুসৃত পদ্ধতির পর্যাগুতা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কারের সুপারিশ করিবেন।

(৮) সরকার, যে কোন সময়, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের পাওনাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের পর্যাগুতা অথবা সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের বিষয়াবলীর নিরীক্ষণ পদ্ধতির পর্যাগুতার বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিতে নিরীক্ষকগণকে নির্দেশনা দিতে পারিবে এবং নিরীক্ষার পরিধি বর্ধিতকরণ অথবা নিরীক্ষকগণ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অন্য কোন পদ্ধতিতে নিরীক্ষণেরও নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৯) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আর্থিক বিবরণী তৈরি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত বা অনুরূপ কোন কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

২৯। অসুবিধা দূরীকরণ।—এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা জটিলতা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Insurance Corporations Act, 1973 (Act No. VI of 1973), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Act এর অধীন—

- (ক) কৃত কোন কাজ-কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা সূচিত কোন কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
- (খ) প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা সূচিত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;
- (গ) প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;
- (ঘ) প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের সকল প্রকার ঋণ, দায়-দায়িত্ব ও আইনগত বাধ্যবাধকতা এই আইনের বিধান অনুযায়ী সেই একই শর্তে কর্পোরেশনের ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা হিসাবে গণ্য হইবে;
- (ঙ) কোন চুক্তি বা চাকরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কর্মচারী যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, তাহারা এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োজিত এবং, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন; এবং

(চ) প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের সকল ব্যবসা, সম্পদ, পরিসম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও সুবিধা, ফি, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, অনুমোদিত মূলধন, সংরক্ষিত তহবিল, নগদ অর্থ, উদ্ধৃত, ব্যাংক জমা ও সিকিউরিটিসহ সকল হিসাব, বিনিয়োগ, দায়-দেনা, ডিপোজিট এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাংলাদেশের বাহিরে বিদ্যমান সম্পদের মালিকানা, দখল, ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ এবং উহা হইতে উদ্ধৃত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বই, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য সকল দলিল-দস্তাবেজ এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত বা, ক্ষেত্রমত, স্থানান্তরিত হইবে এবং কর্পোরেশন উহার অধিকারী হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Act এর অধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম এবং অনুমোদিত সকল হিসাব বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অনুরূপ বিধানে অধীন প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৩৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ এবং এই আইনের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

The Insurance Corporations Act, 1973 রহিতক্রমে তা' সমন্বয়যোগ্যী ও পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে “বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৮” এর খসড়া ০৩-১২-২০১৮ তে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে মন্ত্রিসভা তা' চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে। উত্থাপিত আইনটিতে মোট ৩৩টি ধারা রয়েছে।

১৯৭৩ সালের আইনে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন উভয় কর্পোরেশনেরই অনুমোদিত মূলধন ছিল মাত্র ২০ কোটি টাকা, যা বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এ আইনে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন যথাক্রমে ৩০০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৩০ কোটি টাকা ও ১২৫ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে কর্পোরেশন দুটির মূলধনের ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভুক্তির সুবিধার্থে উভয় কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের পরিচালকের সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ১০ জন প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে পরিচালনা পর্ষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বীমা কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং বোর্ড সদস্যদের পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করে পরিচালকদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত ধারাটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালের আইনে সরকারি সম্পর্কিত ৫০% এর বীমা বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কাছে এবং অবশিষ্ট ৫০% সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অথবা অন্য কোন বেসরকারি কোম্পানির কাছে করার বিধান ছিল। নতুন আইনে কোন সরকারি সম্পত্তি অথবা সরকারি সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোন ঝুঁকি বা দায় সম্পর্কিত সকল প্রকার নন-লাইফ বীমা ব্যবসা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১০০% অবলিখন (underwrite) করে তার ৫০% নিজের নিকট রেখে অবশিষ্ট ৫০% সকল বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানির মধ্যে সমহারে বন্টন করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিটি ১৯৯০ সাল হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সকল বেসরকারি বীমা কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত MoU এর মাধ্যমে কার্যকর হয়ে আসছে। প্রচলিত এ পদ্ধতিটি প্রস্তাবিত আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে যথাযথ পরি কাঠামোতে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

আহম মুস্তফা কামাল

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান

সিনিয়র সচিব।